রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ২১, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ, ০২ চৈত্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৬৩-আইন/২০১১।—Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act I of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আদেশ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আদেশেÍ

(১) "অত্যাবশ্যকীয় পণ্য" বা "পণ্য" অর্থ Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act I of 1956) এর section 2 এরÍ

(ক) clause (a) (xxiv) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত চিনি;

(খ) clause (b) তে সংজ্ঞায়িত foodstuffs এর অন্তর্ভুক্ত edible oils;

(২) "আবেদনকারী" অর্থ পরিবেশক হইবার জন্য ফরম "ক" অনুসারে দাখিলকৃত আবেদনপত্র দাখিলকারী কোন ব্যক্তি;

(৩) "আমদানিকারক" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর paragraph 2 (f) এ সংজ্ঞায়িত importers;

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

(৪) "উপজেলা নির্বাহী অফিসার" অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(৫) "উৎপাদক" অর্থ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন বা প্রস্তুতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(৬) "কমিটি" অর্থ জাতীয় মনিটরিং কমিটি, জেলা মনিটরিং কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা মনিটরিং কমিটি;

(৭) "খুচরা মোড়ক" অর্থ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ২(গ) এ সংজ্ঞায়িত খুচরা মোড়ক;

(৮) "জেলা প্রশাসক" অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণনের জন্য পরিবেশক নিয়োগকারী উৎপাদক, পরিশোধক বা, ক্ষেত্রমত, আমদানিকারক;

(১০) "পরিবেশক" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি অত্যাবশ্যকীয় যে কোন পণ্য বিতরণের জন্য উৎপাদক, পরিশোধক বা, আমদানিকারক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত;

(১১) "পরিশোধক" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিশোধন করেন;

(১২) "ফরম" অর্থ এ আদেশের সাথে সংযুক্ত ফরম;

(১৩) "বিপণন এলাকা" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণনের জন্য অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে নির্দিষ্টকৃত এলাকা বিশেষ;

(১৪) "ব্যবসায়ী সমিতি" অর্থ Trade Organization Ordinance, 1961 (Ord. No. XLV of 1961) এর article 2(12)এ সংজ্ঞায়িত trade organization;

(১৫) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্য কোন সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "মনিটরিং সেল" অর্থ অনুচ্ছেদ ২০ অনুসারে গঠিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল।

৩। **প্রযোজ্যতা**।[অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে।

৪। **বিপণন এলাকা, ইত্যাদি।**—(১) পরিবেশকের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা, জেলা এবং সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিপণন এলাকা নির্দিষ্ট করা হইবে।

(২) পণ্য যৌক্তিকমূল্যে ভোক্তা সাধারণের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিপণনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উপজেলা বা থানাগুলি কাজ করিবে।

৫। **পরিবেশক নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) এই আদেশ জারী হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিবেশক নিয়োগ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক উপজেলা, জেলা ও সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশক নিয়োগ করিবে।

(৩) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পরিবেশক নিয়োগের লক্ষ্যে জাতীয় বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদন সংগ্রহ করিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন ব্যক্তি "ফরম-ক" অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবেশক নিয়োগের জন্য দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক উপযুক্ত ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করিবে।

(৬) পরিবেশক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বা উপজেলার ব্যবসায়ীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৭) সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক থানায় এবং প্রত্যেক উপজেলায় এক বা একাধিক পরিবেশক নিয়োগ করা যাইবে।

(৮) কোন ব্যক্তি একাধিক কোম্পানীর উৎপাদিত, পরিশোধিত বা আমদানিকৃত একাধিক পণ্য বিতরণের জন্য পরিবেশক হইতে পারিবেন।

(৯) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর সহিত "ফরম-খ" অনুসারে পণ্য সরবরাহ ও বিপণনের লক্ষ্যে নিয়োগচুক্তি স্বাক্ষর করিবে।

(১০) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পরিবেশকদের তালিকা নিয়োগচুক্তি সম্পাদনের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মনিটরিং সেল বরাবর প্রেরণ করিবে।

(১১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবেশক নিয়োগের বিষয়টি কার্যকর করিতে ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬। **নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব**।—(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পরিবেশকদের নিকট সরবরাহকৃত পণ্যের মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে "ফরম-গ" অনুসারে ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ডাকযোগে মনিটরিং সেলে প্রেরণ করিবে।

(২) মনিটরিং সেল উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উহা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং উহাকে সংকলনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট পেশ করিবে।

(৩) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া মনিটর করিতে পারিবেন।

(৪) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক পণ্যের সরবরাহ লাইন ঠিক আছে কি না তাহা মনিটর করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৭। **পরিবেশকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—(১) পরিবেশক সংশ্লিষ্ট উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যে পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা ও ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহ ও বিপণন করিবেন।

(২) পরিবেশক নিজ ব্যবস্থাধীনে মিল গেইট হইতে পণ্য উত্তোলন ও নিজ বিপণন এলাকায় পরিবহনের ব্যবস্থা করিবেন বা, প্রয়োজনে, উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক নিজ দায়িত্বে পরিবেশকের নিকট পণ্য সরবরাহ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশক বিক্রিত পণ্যের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) প্রত্যেক পরিবেশককে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তালিকা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

৮। **পরিবেশকের নিয়োগ বাতিল, ইত্যাদি**।—পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ে তৎকর্তৃক পূরণকৃত "ফরম-ক" এর তথ্যাদির মধ্যে কোন গরমলি পরিলক্ষিত হইলে বা মিথ্যা ও অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে বা তদকর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ভুয়া, কাল্পনিক, সৃজিত, ইত্যাদি হইলে বা স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তের কোন লংঘন করিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তাহার নিয়োগ বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্ত করিবে।

৯। **সরবরাহ আদেশ**।—(১) পরিবেশক কর্তৃক পণ্য উত্তোলনের জন্য "ফরম-ঘ" অনুসারে সরবরাহ আদেশ (Supply Order) এবং নির্দিষ্ট ব্যাংকে/অফিসে টাকা জমা দেওয়ার মানি রিসীপ্ট প্রদান করিতে হইবে।

(২) সরবরাহ আদেশ কোন অবস্থাতেই হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(৩) সরবরাহ আদেশ-এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিন হইবে, যাহা কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সরবরাহ আদেশের বিপরীতে কোন পণ্য সরবরাহ করা যাইবে না।

১০। প্রচলিত ডেলিভারী অর্ডার (ডি ও) বাতিল।—এই আদেশ জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বর্তমানে পণ্য বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রচলিত ডেলিভারী অর্ডার (ডি ও) প্রথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। পরিমাপ পদ্ধতি।—পণ্যের পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং তরল পণ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে লিটার ব্যতীত অন্য কোন একক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১২। পণ্যের মিল-গেইট, বিপণন, পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া।—(১) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মিল-গেইট মূল্য, বিতরণ মূল্য, পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় মূল্য ন্যায়সংগতভাবে নির্ধারণ করিবেন।

(২) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক কর্তৃক কোন পণ্যের সর্বোচ্চ মিল-গেইট মূল্য, বিতরণ মূল্য ও খুচরা মূল্য নির্ধারণকালে অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটি উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায়, সময় সময়, প্রত্যেক পণ্যের জন্য অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি স্থির করিয়া দিবে।

(৪) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক কোন নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য সারা দেশে একটি মাত্র সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বলবৎ রাখিবেন, তবে সর্বোচ্চ মিল-গেইট মূল্য ও বিতরণ মূল্যে দূরত্বভেদে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ভিন্নতা থাকিতে পারিবে।

(৫) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য যৌক্তিকভাবে হ্রাস, বৃদ্ধি বা পুনঃ নির্ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ব্যবসায়ী সমিতির মাধ্যমে উক্তরূপ হ্রাস, বৃদ্ধি বা পুনঃ নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপে পুনঃনির্ধারিত মূল্য কার্যকর হইবার অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উহা মনিটরিং সেল, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৬) উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারকের নিকট হইতে পণ্য উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, বিক্রয়, ইত্যাদি সম্পর্কে সরকার যে কোন সময় তথ্য চাহিতে এবং প্রয়োজনে উক্ত পণ্যের মূল্য পুনঃ নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) অনুসারে সরকার বরাবরে সকল তথ্য সরবরাহ করিতে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে উৎপাদক, পরিশোধক ও আমদানিকারক বাধ্য থাকিবে।

(৮) পণ্যের পরিমাণ, উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য মোড়কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৩। **জাতীয় কমিটি**।—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব;

(গ) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) খাদ্য বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যূন যুগ্ম-সচিব/সদস্য পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম-প্রধান;

(ঝ) এফবিসিসিআই-এর সভাপতি;

(ঞ) ডিসিসিআই-এর সভাপতি;

(ট) এমসিসিআই, ঢাকা-এর সভাপতি;

(ঠ) সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদক, পরিশোধক বা আমদানিকারক ও পরিবেশক সমিতির সভাপতি;

(ড) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (অবা), যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

১৪। **জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—জাতীয় মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) কোন পণ্য উৎপাদন, পরিশোধন ও আমদানী হইতে স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় পর্যন্ত সার্বিক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও মনিটর করা;

(খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান বাজার মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পণ্যের সঠিক চাহিদা নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) প্রয়োজনে কোন পণ্যের মিল-গেট মূল্য, পাইকারী ও খুচরা মূল্য নির্ধারণ;

(ঙ) প্রত্যেক মাসে পরিবেশকদের কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শনসহ প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা;

(চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীনস্ত ভোক্তা অধিকার, সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার মনিটরিং টীমের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং, প্রয়োজনে, কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে উহা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) পণ্যের সরবরাহ চেইন নির্বিঘ্ন রাখার বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(জ) উপরে বর্ণিত কার্যাবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক অন্য সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন।

১৫। **জেলা কমিটি**।—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক জেলায় নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক);

(ঘ) জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(ঙ) জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(চ) জেলা সমবায় অফিসার;

(ছ) জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ বা ট্রেড অর্গানাইজেশনের একজন প্রতিনিধি;

(জ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর একজন প্রতিনিধি (সীমান্ত জেলার জন্য);

(ঝ) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক;

(ঞ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

১৬। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—জেলা মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) পরিবেশক কর্তৃক সংগৃহীত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উত্তোলন, মজুদ, সরবরাহ, বিক্রয় এবং মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন;

(খ) পরিবেশক কর্তৃক পণ্য বিক্রয়ের একটি মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মনিটরিং সেলে প্রেরণ;

(গ) পণ্যের সরবরাহ ও মজুদের কোন উপজেলায় ঘাটতি বা ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা দিলে, প্রয়োজনে, আন্তঃ উপজেলা পণ্য স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদান।

১৭। **উপজেলা মনিটরিং কমিটি**।—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলাধীন সকল ইউপি চেয়ারম্যান;

(ঘ) উপজেলা প্রেসক্লাব এর সভাপতি;

(ঙ) উপজেলা চেম্বার এর সভাপতি;

(চ) উপজেলা কৃষি অফিসার;

(ছ) উপজেলা বাজার পরিদর্শক;

(জ) সংশ্লিষ্ট পণ্যের পরিবেশক;

(ঝ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) উপজেলার চেয়ারম্যান কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

১৮। **উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনে পরিবেশকদের উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) পরিবেশক কর্তৃক নির্ধারিত বিপণন মূল্য ও খুচরা মূল্য তদারকি এবং কোন পরিবেশক অথবা খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপজেলা প্রশাসনের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(গ) পরিবেশকদের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং তাদের কার্যক্রমে কোন ব্যর্থতা/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে সম্পাদিত চুক্তির শর্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মনিটরিং সেলের নিকট প্রেরণ;

(ঘ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল এবং সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯। **সভা, আহবান, ইত্যাদি**।—(১) জাতীয় মনিটরিং কমিটির প্রতিমাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় সভা আহবান করিতে পারিবে।

(২) জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির প্রতি মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় সভা আহবান করিতে পারিবে এবং সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে মনিটরিং সেলে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির প্রতি মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় সভা আহবান করিতে পারিবে এবং সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে মনিটরিং সেলে প্রেরণ করিবে।

২০। **মনিটরিং সেল গঠন, ইত্যাদি**।—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল নামে একটি সেল থাকিবে যাহা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করিবে।

(২) উপরোল্লিখিত সেল নিম্নরূপ কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (ট্রেড পলিসি ডিভিশন);

(খ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম প্রধান;

(গ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উপ প্রধান;

(ঘ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২ (দুই) জন গবেষণা কর্মকর্তা।

২১। **মনিটরিং সেলের কার্যাবলী**।—মনিটরিং সেলের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান;

(খ) জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মাসিক রিপোর্ট প্রদান;

(গ) কোন পণ্যের খুচরা মূল্য, পাইকারী মূল্য ও ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন, জেলা/উপজেলা পরিদর্শন এবং জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল;

(ঘ) সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) এলাকাভিত্তিক পণ্যের চাহিদা ও বিতরণের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

(চ) পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরকারের নিকট উপস্থাপন;

(ছ) পণ্যের সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

(জ) পণ্যের এলাকাভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ; এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

২২। **দণ্ড**।—নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা পরিবেশক কর্তৃক এই আদেশের কোন বিধান বা শর্ত লংঘন করা হইলে উক্তরূপ লংঘনের কারণে তাহার বিরুদ্ধে Control of Essential Commodities Act, 1956 এর Section 6 এ বর্ণিত বিধানাবলীর, যতদূর প্রযোজ্য হয়, আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ফরম "ক"

পরিবেশক নিয়োগের আবেদন ফরম

[অনুচ্ছেদ-৫(৪) দ্রষ্টব্য]

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, পরিবেশক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির লক্ষে নিম্নরূপ তথ্যাবলীসহ আবেদন করিলাম ঃ

১।	নাম	ঃ		
২।	পিতার নাম	ঃ		
৩।	মাতার নাম	ঃ		
৪।	বর্তমান ঠিকানা	ঃ		
৫।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ		
৬।	টেলিফোন	ঃ	মোবাইল	ঃ
৭।	ফ্যাক্স নং	ঃ	ই-মেইল নং	ঃ
৮।	টি আই এন নং	ঃ	মূসক নিবন্ধন নং	ঃ
৯।	জাতীয় পরিচয় পত্র নং	ঃ	ট্রেড লাইসেন্স নং	ঃ
১০।	অভিজ্ঞতা	ঃ		
১১।	জামানত	ঃ		
১২।	নিজস্ব/ভাড়া গুদামে পণ্য ধারণ ক্ষমতা ঃ			
১৩।	পণ্য পরিবহন ক্ষমতা ঃ			
১৪।	আর্থিক স্বচ্ছলতা/ব্যাংক সলভেন্সি ঃ			
১৫।	অন্য যে কোন শর্ত ঃ			

হলফনামা ঃ

উপর্যুক্ত তথ্যাবলী আমার জানামতে সঠিক। আমি কোন সত্য গোপন করি নাই বা কোন মিথ্যা তথ্য দেই নাই। নিয়োগপ্রাপ্তি এবং পরিবেশক হিসেবে কাজ করিবার কোন পর্যায়ে উক্ত তথ্যাদি মিথ্যা বা অসত্য প্রমাণিত হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দেশে প্রচলিত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আইন, আদেশ এবং অন্যান্য বিধি অনুযায়ী যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম-খ

নিয়োগ চুক্তি

[অনুচ্ছেদ ৫(৯) দ্রষ্টব্য]

....

....

....

.....(নিয়োগকারী/১ম পক্ষ) .....(পরিবেশক/২য় পক্ষ)

আমারা ১ম ও ২য় পক্ষ এই মর্মে অংগীকার করিতেছি যে, নিম্নবর্ণিত শর্তে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে উৎপাদিত, পরিশোধিত অথবা আমদানিকৃত, ..., অতঃপর পণ্য বলিয়া উল্লেখিত, এর পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিল।

১। এই নিয়োগপত্র ২ (দুই) বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে।

২। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঠিকতা, বরাদ্দকৃত পণ্য উত্তোলন, সুষ্ঠু বিপণন এবং লেনদেনের উপর ভিত্তি করিয়া উভয় পক্ষের সম্মতিতে ২ (দুই) বৎসর পর পর ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

৩। আবেদনপত্রের সহিত প্রদানকৃত.....টাকা জামানত হিসাবে ১ম পক্ষের নিকট জমা থাকিবে। ইহার জন্য কোন প্রকার লাভ/সুদ দেয়া হইবে না।

৪। ১ম পক্ষ কর্তৃক উৎপাদিত/পরিশোধিত/আমদানিকৃত পণ্য মজুদ সাপেক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা হইবে। উত্তোলনের পূর্বে পণ্য উত্তোলন বাবদ সম্পূর্ণ টাকা যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে টিটি/ডিডি/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।

৫। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ১ম পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে পণ্য উত্তোলন করিতে হইবে।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পণ্য উত্তোলনে ব্যর্থ হইলে প্রতি টন অনুত্তোলিত পণ্যের জন্য.....টাকা হারে জামানতের টাকা হতে ১ম পক্ষ কর্তন করিতে পারিবে।

৭। পর পর ৩ (তিন) বার পণ্য উত্তোলনে ২য় পক্ষ ব্যর্থ হইলে ১ম পক্ষ পরিবেশক হিসেবে ২য় পক্ষের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে। তবে বাতিলের পূর্বে ২য় পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

৮। সরবরাহ আদেশ ইস্যুর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যেই পণ্য উত্তোলন সম্পন্ন করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে পণ্য উত্তোলনে ব্যর্থ হইলে সরবরাহ আদেশ কার্যকর থাকিবে না এবং সেইক্ষেত্রে ২য় পক্ষ টনপ্রতি.....টাকা হারে ১ম পক্ষকে জরিমানা হিসাবে প্রদান করিবে।

৯। ২য় পক্ষ লোডিং চার্জ হিসেবে টনপ্রতি.....টাকা ১ম পক্ষকে পরিশোধ করিবে।

১০। ২য় পক্ষ তাহার নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে অথবা ১ম পক্ষের সহযোগীতায় পণ্য পরিবহন করিবে।

১১। ১ম পক্ষ অথবা ২য় পক্ষ ১ (এক) মাসের নোটিশে এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ২য় পক্ষ প্রথম ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে এই চুক্তি বাতিলের জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

১২। পরিবেশককে সরকার নির্দেশিত পণ্য বিক্রয় নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩। প্রয়োজনবোধে ১ম পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় বা অবস্থায় পণ্য উত্তোলন ও বিক্রয় তদারক করিতে পারিবেন।

১৪। ১ম পক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কিন্তু অবহিতক্রমে চুক্তিকৃত ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করা যাইবে।

১৫। কোন অবস্থাতেই ২য় পক্ষ পরিবেশক স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

১৬। ২য় পক্ষকে পণ্য বিক্রয়ের যথাযথ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে ১ম পক্ষ বা .....মনিটরিং কমিটি, প্রয়োজনবোধে, পরীক্ষা/নিরীক্ষা করিতে পারেন।

১৭। ১ম পক্ষ ব্যবসার স্থান পরিদর্শন করিয়া ও ব্যবসায়িক কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া কোনরূপ ব্যতিক্রম বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে ২য় পক্ষের পরিবেশক স্বত্ব বাতিল করিতে পারিবে।

১৮। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শ্রমিক অসন্তোষ, হরতাল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যান্ত্রিক গোলযোগ/ব্রেক ডাউন বা রক্ষণাবেক্ষণজনিত সাময়িক উৎপাদন বিরতির কারণে পণ্য সরবরাহ ও উত্তোলনে বিঘ্ন ঘটিলে এবং সেইজন্য নিয়োগের কোন শর্ত লংঘিত হইলে ইহার জন্য ১ম পক্ষ অথবা ২য় পক্ষ দায়ী হইবে না। তবে উক্ত অবস্থার অবসান ঘটিলে সকল শর্ত পুনঃবহাল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। উভয় পক্ষের সম্মতিতে, প্রয়োজনবোধে, যে কোন শর্তের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করা যাইবে।

২০। এই চুক্তি বাস্তবায়নে কোন জটিলতা দেখা দিলে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

উপরোক্ত শর্তাবলী মানিয়া আমরা উভয় পক্ষ.....ইং তারিখ এই চুক্তি স্বাক্ষর করিলাম।

২য় পক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ **১ম পক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ**

ফরম-গ

পরিবেশকের নিকট সরবরাহকৃত পণ্যের মাসিক প্রতিবেদন

[অনুচ্ছেদ ৬(১) দ্রষ্টব্য]

উৎপাদক/পরিশোধক/আমদানিকারকের নাম ঃ

পরিবেশকের নাম ঃ

মাসের নাম ঃ

পণ্যের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	মন্তব্য

ফরম-ঘ

সরবরাহ আদেশ (সাপ্লাই অর্ডার)
[অনুচ্ছেদ ৯(১) দ্রষ্টব্য]

কোম্পানীর নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন নম্বর ঃ

১.০	এসও নম্বর		তারিখ	
২.০	রিকুইজিশন নম্বর		তারিখ	

৩.০ পরিবেশকের নাম ও ঠিকানা

৪.০

পণ্যের নাম ও বিবরণ		পণ্যের পরিমাণ	অংকে	
			কথায়	

৫.০	

পণ্যের একক মূল্য		পণ্যের মোট মূল্য	অংকে	
			কথায়	

৬.০

উত্তোলনের মেয়াদ	হতে

....
গ্রহণকারী প্রস্তুতকারী হিসাব কর্মকর্তা অনুমোদনকারী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শওকত আলী ওয়ারেছী
যুগ্ম-সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd